COMPLIED AND CIRCULATED BY PROF. DR. RABINDRANATH MAITI
DEPARTMENT OF SANSKRIT, NARAJOLE RAJ COLLEGE

অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা চরিত্র

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ নাটক কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'। তাই বলা হয় - 'কালিদাসস্য সর্বস্বম্, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'। সাহিত্যের নন্দনকাননে যদি কালিদাসকে কল্পতরুর সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' – কে সেই কল্পতরুর 'পুষ্প' বলা যেতে পারে। কাশ্মীরীয় নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্ট কালিদাসের সূক্তিসমূহ অমৃতরসের দ্বারা সিক্ত, চন্দনরসের দ্বারা অনুলিপ্ত এবং চন্দ্রকিরণের দ্বারা উদ্‌ঘৃষ্ট বলে বর্ণনা করেছেন —

''অমৃতেনৈব সংসিক্তা চন্দনেনৈব চর্চিতাঃ।
চন্দ্রাংশুভিরিবোদঘৃষ্টাঃ কালিদাসস্য সূক্তয়াঃ।।''

সংলাপের মাধুর্য, ঘটনার বৈচিত্র্য, চরিত্রের গভীরতা এবং কল্পনার বিশালতায় 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'- কে কবি নাটকীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে গীতিকাব্যের মাধুর্যে মণ্ডিত করেছেন। দেশীয় সমালোচকগণ নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন – 'কাব্যেষু নাটকং রম্যং তত্র রম্যা শকুন্তলা।' য়ুরোপের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী গ্যয়েটে বলেছিলেন – 'Young years blossoms and the fruits of its decline and fall by which the soul is charmed, enraptured, feasted, fed…..''— সমস্তই 'শকুন্তলা' এই নামে যুক্ত আছে। রবীন্দ্রনাথও শকুন্তলা-সম্বন্ধে অনুরূপ মনোভাব পোষণ করেছিলেন — ''প্রথম অঙ্কবর্তী সেই মর্ত্যের চঞ্চল সৌন্দর্যময় বিচিত্র পূর্ব মিলন হইতে স্বর্গতপোবনে শাশ্বত, আনন্দময় উত্তর মিলনে যাচাই অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক।'' অর্থাৎ সৌন্দর্য-সম্ভোগের কবিরূপে পরিচিত কালিদাস ভারতের শাশ্বত আত্মার সন্ধান লাভ করতে পেরেছিলেন বলেই সৌন্দর্য এবং সম্ভোগ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকে মঙ্গলের সঙ্গে তাকে যুক্ত করেছেন।

চরিত্রচিত্রণের মাধ্যমেই নাট্যকারের সাফল্য নির্ধারিত হয়। নাট্যকার কালিদাস 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে মুখ্য চরিত্রগুলির মত গৌণ চরিত্রসমূহকেও দক্ষতায় চিত্রিত করেছেন। এই নাটকে উপস্থাপিত গৌণ চরিত্রসমূহের মধ্যে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার চরিত্র কালিদাসের নিজস্ব সৃষ্টি। নাটকের প্রথমাঙ্ক থেকে চতুর্থাঙ্ক পর্যন্ত পরিসরে এই চরিত্র দু'টি কবিকল্পনার সাহায্যে নিজ-নিজ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আশ্রমবালা শকুন্তলার সুখসৌন্দর্য, গৌরবগরিমা বৃদ্ধি করবার জন্যই এই দু'টি লাবণ্য প্রতিমা তাদের নিজেদের সমস্ত কিছু দিয়ে শকুন্তলাকে বেষ্টন করেছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রাচীনসাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন – ''একা শকুন্তলা শকুন্তলার এক-তৃতীয়াংশ, তার অধিকাংশই অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, শকুন্তলাই সর্বাপেক্ষা অল্প।'' ('কাব্যের উপেক্ষিতা'-প্রাচীন সাহিত্য।) এই তিনজন তপোবনপালিতা যুবতীকে আশ্রমবৃক্ষে জলসিঞ্চন করতে দেখে দুষ্যন্ত বলেছিলেন - 'অহো মধুরমাসাং দর্শনম্।'' তাদের পারস্পরিক মানসিক নৈকট্য দেখে রাজা মন্তব্য করেছিলেন – ''সমবয়রুপমোনীয়ং ভবতীনাং সৌহার্যম্।'' মানসিক দিক থেকে তাদের বহুতর সাদৃশ্য অথচ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ঈষৎ বৈসাদৃশ্য অনসূয়া-প্রিয়ংবদা চরিত্র দুটিতে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

শকুন্তলাকে তাঁর তপোবন জীবনে এই দুই বান্ধবী যে উদার ও আন্তরিক সাহচর্য দিয়েছিল তার মধ্যেই এদের প্রকৃত পরিচয় নিহিত আছে। শকুন্তলার পতিগৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রার পূবক্ষণ পর্যন্ত নাটকীয় বৃত্তান্ত পড়ে মনে হয় শকুন্তলাকে নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব দানে সুখী করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। প্রাত্যহিক কর্তব্যরূপে শকুন্তলা যখন তরুমূলে জলসিঞ্চন করছিল, তখন সেই কাজে দুই সখী তাকে সাহায্য করেছে। আবার দুষ্যন্তের প্রতি অনুরাগের আধিক্যে শকুন্তলা যখন শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে অসুস্থ তখন কামপীড়িতা শকুন্তলার স্বস্তিবিধানের জন্য তারা ঠিক প্রতিবিধান করতে পারছিল না, তখন তারা পরামর্শ দিয়েছে যে, প্রিয়জনের মধ্যে দুঃখ ভাগ করে নিলে তা সহজে সহ্য করা যায়। শকুন্তলার পীড়ার কারণটি জেনে তারা দুষ্যন্তের সঙ্গে মিলন ঘটাতে যত্ন নিয়েছে। এমনকি লতাকুঞ্জের ভিতরে দুষ্যন্ত-শকুন্তলা যখন পরস্পরের সান্নিধ্য উপভোগ করছিল তখন দুই সখী লতাকুঞ্জের বাইরে থেকে প্রিয়সখীকে একান্ত নির্জনতা দিয়েছে এবং সেখানে গৌতমীর হঠাৎ উপস্থিতি কৌশলে জানিয়ে দিয়েছে।

আবার পতিচিন্তায় অন্যমনস্কা শকুন্তলা দুর্বাসার শাপ শুনতে পায়নি ঠিকই কিন্তু দুই সখী তার তজ্জনিত ভাগ্যবিপর্যয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ছিল। অথচ সেই শাপবৃত্তান্ত শকুন্তলাকে না শুনিয়ে নিজেদের মধ্যেই রেখেছিল। পতিগৃহে পাঠাবার সময় অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সখীকে প্রসাধনে সাজিয়েছে এবং শকুন্তলাবিহীন তপোবন তাদের কাছে নীরস শূন্যতা বলে মনে হয়েছে। বাক্‌পটু —অনসূয়া খানিকটা সংযত। প্রিয়ংবদা একটু আবেগপরবশ এবং উপস্থিতবুদ্ধি সম্পন্ন – অনসূয়া ধীর, বাস্তববুদ্ধি এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। রাজার প্রথম আবির্ভাবের সময় অনসূয়াই শকুন্তলাকে অতিথিসৎকারের জন্য কুটীর থেকে ফল এবং অঘ আনতে

বলেছে এবং কলসের জলে পাদোদকের ব্যবস্থা করেছে। প্রিয়ংবদার মনে তখন এই অভাগ্যতের পরিচয় জানার অদম্য কৌতূহল। অনসূয়াই তখন সুন্দরভাবে সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। (তুঃ 'কোন্ রাজর্ষিবংশ আপনার দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছে? কোন্ দেশের লোককে আপনার বিরহে উৎসুক করে আপনি এখানে এসেছেন? ') শকুন্তলার পরিচয় জানতে চাইলে অনসূয়া খুবই পরিশীলতভাবে রাজাকে সখীর জন্মবৃত্তান্ত জানিয়েছে। নিজের রূপের প্রশংসা শুনে শকুন্তলাকে সলজ্জভাবে বসে থাকতে দেখে প্রিয়ংবদা রাজার আরো কিছু জ্ঞাতব্য আছে কিনা জানতে চেয়ে আবার কথোপকথন শুরু করে শকুন্তলাকে যোগ্যপাত্রে প্রদান করার কণ্বের বাসনার কথা জানিয়েছে এবং শকুন্তলা রাগ করে উঠে যেতে চাইলে তাকে জোর করে আটকেছে। প্রিয়ংবদার সঙ্গেই যেন শকুন্তলার বেশী খুনসুটি।

তবে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা চরিত্রের পারস্পরিক প্রতি তুলনায় নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য। অনসূয়া স্বল্পবাক্, লজ্জাসঙ্কুচিত স্বভাবা। পক্ষ্যান্তরে প্রিয়ংবদা পাণচঞ্চলা এবং উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্না। স্বভাবে অকৃত্রিম এবং সকলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলে অনসূয়া সার্থকনামা।

পক্ষান্তরে পরিহাসপ্রিয়া-চটুল, উক্তি-নিপুণা প্রিয়ংবদাও ''প্রিয়ং বদতি যা''— এই অর্থে সার্থকনামা। ফলে নামকরণ থেকে বোঝা যায় শকুন্তলার সাহায্যে দুইসখী ভিন্ন ভূমিকা পালন করেছে। যেমন – তপোবনে রাজার আকস্মিক আত্মপ্রকাশে অনসূয়াই প্রথম মানসিক স্থৈর্য অবলম্বন করে আগন্তুককে আতিথ্য সৎকারে আপ্যায়িত করে। আবার, রাজা ও শকুন্তলার পরস্পর সাক্ষাতের পর যখন একের প্রতি অন্যজন অনুরক্ত হয়ে পড়েন তখন বহুপত্নীক রাজার অন্তঃপুরে শকুন্তলার সমাদর হবে কিনা বা রাজধানীতে ফিরে যাবার পর শকুন্তলাকে মনে রাখবেন কিনা ইত্যাদি চিন্তা অনসূয়ারই মনে জাগে এবং নিজের বিশ্লেষণ শক্তির সাহায্যে সে সমাধানের পথও খোঁজার চেষ্টা করেছে। দুর্বসার শাপবাণী উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কিংকর্তব্যবিমূঢ়া প্রিয়ংবদা যখন শকুন্তলার প্রতিকূল দৈবকে তিরস্কার করেছে, অনসূয়া তখন ঋষির কোপ শান্ত করার কথা ভেবে প্রিয়ংবদাকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছে। অনসূয়ার ধৈর্য্য ও চিন্তাশক্তির উপর কণ্বমুনিও যথেষ্ট আস্থাশীল ছিলেন। তাই শকুন্তলার বিরহ শোকে সমগ্র তপোবন যখন মূহ্যমান তখন কণ্ব অনসূয়াকেই সম্বোধন করে বলেছেন – ''অনসূয়ে অলং রুদিত্বা। ননু ভবতীভ্যামের স্থিরীকর্তব্যা শকুন্তলা।''

পক্ষান্তরে প্রিয়ংবদা যৌবনচঞ্চলা এবং উদ্বেগহীনা। চটুল রসোক্তির মাধ্যমে সে দুই বন্ধুকে মাতিয়ে তোলে। দুষ্যন্ত যে শকুন্তলাকে ভুলে যেতে পারেন একথা তার মাথাতেই আসে না। কারণ তার বিশ্বাস যারা দেখতে ভালো তাদের মনটাও ভালো । বস্তুতঃ প্রিয়ংবদার চরিত্রে চিন্তার গভীরতা নেই বলে ভবিষ্যতে অনিষ্টচিন্তাও সে করে না এবং হঠাৎ উপস্থিত বিপদের

প্রতিকারের উপায়ও তার জানা নেই। উভয় সখী শকুন্তলার প্রতি সমভাবে আকৃষ্ট, শকুন্তলার সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী হলেও উভয়ে নিজ নিজ চরিত্র বৈশিষ্ট্যে পৃথক্।

যাইহোক, এ দু'টি চরিত্র সৃষ্টির পেছনে একাধিক তাৎপর্য রয়েছে। একদিকে তপোবন প্রকৃতি, অপরদিকে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা শকুন্তলাচরিত্র গঠনে নিগূঢ়ভাবে সহায়তা করেছে। তপোবন প্রকৃতিকে বাদ দিলে যেমন শকুন্তলাচরিত্র অসম্পূর্ণ থেকে যেত, ঠিক তেমনি অনসূয়া-প্রিয়ংবদাকে বাদ দিলেও শকুন্তলাচরিত্র পূর্ণাবয়ব লাভ করতে পারত না। যে অঙ্গুরীয়ক রাজা দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার পুনর্মিলনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার উপর যে শকুন্তলার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, তা কেবল তারাই জানত এবং সেইজন্য পতিগৃহযাত্রাকালে তারা এ বিষয়ে শকুন্তলাকে পরোক্ষে সতর্ক করে দিয়েছিল। কাজেই নাটকের ক্রিয়া, গতি এবং পরিণতির দিক থেকে বিচার করলেও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এ দু'টি চরিত্র সৃষ্টির পশ্চাতে যথেষ্ট নাটকীয় প্রয়োজন ও তাৎপর্য রয়েছে।